ইসলামের জন্ম ও হজরত উসমানের (রাঃ) যুগ

আকাশ মালিক

(২)

পূর্ব প্রকাশিতের পর

মুহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর পরপরই অগণতান্ত্রীক ভাবে ক্ষমতা দখল করে বসেন হজরত আবু-বকর (রাঃ)। ক্ষমতার মোহে, মক্কা থেকে পালিয়ে আসা কোরায়েশ নেতাগন মদীনার আন্সারীদের অবদান ভুলে গেলেন। মদীনাবাসীর, কোন দাবী ও প্রতিবাদ তার কানেই তোল্লেন না। মদীনার মুসলমান নেতা হজরত সা'দ (রাঃ) পরিস্কার জানিয়ে দিলেন, খলিফা নির্বাচিত হবে মদীনার আন্সারীদের ভেতর থেকে। মদীনাবাসী শেষ পর্যন্ত মক্কার একজন এবং মদীনার একজন করে দুই খলিফা মেনে নিতে রাজী হলেন। তাদের এ দাবীও প্রত্যাখ্যান করা হলো। মদীনার ঘরে বাইরে হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। হজরত আলী ও হজরত ফাতিমা (রাঃ) আবুবকরকে (রাঃ) প্রথম থেকেই খলিফা হিসেবে মেনে নিতে পারেন নি। মুহাম্মদের (দঃ) কনিষ্ঠ মেয়ে হজরত ফাতিমা (রাঃ) ও তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মদের (দঃ) মালিকানায়, মদীনা ও খায়বারে রক্ষিত কিছু সম্পত্তি দাবী করায়, এ নিয়ে আবুবকরের সাথে তাদের মনোমালিন্য হয়। শেষ পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস পর বিভিন্ন সামাজিক দিক চিন্তা করে আলী (রাঃ) আবুবকরের (রাঃ) খেলাফত মেনে নেয়ায় বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। আবুবকরের শাসনামলে, মুহাম্মদের (দঃ) সময়ের জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত মানুষগণ বিদ্রোহ ঘোষনা করলো। অমুসলিম সরকারগণ তাঁদের ওপর অন্যায়ভাবে আরোপিত জিজিয়া-কর দিতে অস্বীকার করলো। মুহাম্মদ কর্তৃক সৃষ্ট দশ বৎসরের সংঘাতময় অশান্তির জীবন থেকে মানুষ মুক্তি চাইলো। অনেক মুসলমান তাদের পূর্ববর্তি ধর্মে ফিরে গেল। বাহরাইনের শক্তিশালী বনু-বকর গোত্রের লোকজন (যারা প্রান রক্ষার্থে মুহাম্মদের (দঃ) সময়ে ইসলাম গ্রহন করেছিল) প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ করলো। কিছু ওম্মান বংশীয় লোকেরাও ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিল। আবু-বকর (রাঃ) জনগণের ওপর স্বৈরাচারী ষ্টীম-রোলার চালিয়ে দিলেন। সেনাপতির দায়ীত্বে নিয়োগ করলেন দুর্ধষ সাহাবী খালিদ বিন অলিদকে (রাঃ)। উল্লেখ্য, 'মুতা' যুদ্ধে যায়েদ নামক, মুহাম্মদের (দঃ) এক ক্রীতদাস নিহত হয়েছিলেন। এর প্রতিশোধ নিতে মুহাম্মদ (দঃ) সিরিয়া আক্রমনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্বে। মুহাম্মদের (দঃ) সেই অসম্পূর্ণ কাজটি পূর্ণ করতে, আবু-বকর (রাঃ) প্রথমেই আক্রমন করলেন সিরিয়ার ওপর। ইরানের খসরু পারভেজ যিনি এক সময় মুহাম্মদকে (দঃ) বন্দী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, আবু-বকর (রাঃ) তাঁকেও শায়েস্তা করার লক্ষ্যে ইরান আক্রমন করার প্রস্তুতি নিলেন। অনেক মুসলমান নেতাগণ এই আক্রমনের বিরোধীতা করেছিলেন। আবু-বকরের (রাঃ) নির্দেশে খালিদ বিন অলিদ (রাঃ) বেপরোয়া হয়ে একের পর এর এক গোত্রের ওপর নৃশংস আক্রমন চালাতে থাকেন। এক সাথে আবু-বকরের (রাঃ) জঙ্গী কমান্ডারগণ ছড়িয়ে পড়েন চতুর্দিকে। বাহরাইনে আ'লা বিন হাদরামি, ইরানের দক্ষিন সীমান্ত থেকে ব্যাইজেনটাইন পর্যন্ত খালিদ বিন অলিদ (রাঃ), ও ইরাকের উত্তর সীমান্তে আয়াজ বিন গানম। মাত্র দুই বৎসরের স্বৈর-শাসনে আবু-বকর (রাঃ) গোটা আরব

বিশ্বকে এক রণক্ষেত্রে পরিণত করেন। মৃত্যুর পূর্বে নিজের পছন্দমত নিযুক্ত করে যান আরেকজন স্বৈরাচারী শাসক। ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)। ওমর (রাঃ) মসনদে বসেই ইরাক ও ইরান নামক দুটি দেশকে তছনছ করে দিলেন। খালিদ বিন অলিদের (রাঃ) চেয়েও ভয়ঙ্কর, উবায়েদ, তালহা, যোবায়ের, আব্দুর রহমান, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস, ও মো'তানার মত সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দেন সামরীক ভার। ইরাক ও ইরানের কত শত জীব, মানুষ, পশু যে ওমরের (রাঃ) তলোয়ারের নীচে প্রাণ দিয়েছিল তার সঠিক হিসেব হয়তো কেউ কোনদিন জানতে পারবেনা। মৃত্যুর পূর্বে ওমর (রাঃ) তাঁর নিজের ও আবু-বকরের (রাঃ) স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে খলিফা নির্বাচনের দায়ীত্ব দিয়ে গেলেন আব্দুর রহমান বিন আউফ ও তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ্‌র হাতে। তারা দুইজন অন্ধকার ঘরে গোপন বৈঠক করে নিয়ে এলেন সত্তর বৎসর বয়স্ক উসমানের (রাঃ) নাম। হজরত আলী (রাঃ) চিৎকার করে বলে উঠলেন- 'আমি মানিনা, এটা প্রহসন, ধর্মের নামে মিথ্যাচার, অন্যায়, এটা প্রতারণা।'

আরবী নববর্ষ, হিজরী ২৪ সনের মহর্‌রমের পহেলা তারিখ, ৬৪৪ খৃষ্টাব্দের, ৭ নভেম্বর উসমান (রাঃ) খেলাফতের দায়ীত্ব গ্রহন করেন। উসমানের (রাঃ) খেলাফত লাভে যারপর নাই খুশি হলো উমাইয়াগণ, বিব্রত বোধ করলো হাশিমীগণ। পরপর তিনজন খলিফা ক্ষমতায় আসার পর, মক্কা থেকে আগত শরণার্থীদের দূরভিসন্ধি, অভাগা মদীনাবাসীদের বুঝতে বাকী রইলোনা। তারা বুঝতে পারলো, কোরায়েশগণ মদীনা দখল করে নিয়েছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় মদীনাবাসী কোন স্থান নেই। এতদিন পরেও মোহাম্মদের (দঃ) সাম্যবাদী ইসলাম মক্কা-মদীনার মুসলমান, ও উমাইয়া-হাশিমীদের ভেতরকার বৈষম্য দূর করতে পারলোনা। উসমানের (রাঃ) খেলাফতের মাধ্যমে এবার ইসলামের ঘরে অনলের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠলো, যা হজরত আয়েশার (রাঃ) যুগে এসে দাবানলে পরিণত হয়। প্রবন্ধের শেষভাগে তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হবে।

উসমান (রাঃ) ক্ষমতা লাভের পরপরই এক বিরাট কান্ড করে বসেন। অন্যান্য বিখ্যাত সাহাবীদের মতে যা ছিল মোহাম্মদের (দঃ) রচিত সংবিধান কোরআনের পরিপন্থী। উসমানকে (রাঃ) একসাথে তিনটি খুনের এক আসামীর বিচার করতে হয়। হজরত ওমরের (রাঃ) ছেলে হজরত ওবায়দুল্লাহ একদিনে তিনটি নিরপরাধ মানুষকে খুন করেছেন। ঘঠনাটি ছিল এরকম-

হজরত ওমরের (রাঃ) কাছে ফিরোজ আবু লুলু নামের এক ব্যক্তি তার ওপর আরোপিত ট্যাক্সের পরিমান কমানোর আবেদন জানায়। পারসীয়ান দেশের ফিরোজকে মুসলমানগণ এক যুদ্ধে বন্দী করে দাস হিসেবে বিক্রী করেন। দাসত্ব হতে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে ফিরোজ ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে পরবর্তিতে খৃষ্টধর্মে ফিরে যায়। হজরত ওমর (রাঃ) ফিরোজের অনুরুধ প্রত্যাখান করেন। কুফায় বসবাসকারী ফিরোজ শিল্প কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। সে মদীনায় চলে আসে। একদিন ওমরকে (রাঃ) নির্জন মসজিদে পেয়ে ছুরি দিয়ে ছয়টা আঘাত করে এবং সে নিজেও আত্মহত্যা করে। এর তিন দিন পর ওমর (রাঃ) মারা যান। পর দিন ওমরের (রাঃ) ছেলে ওবায়দুল্লাহ প্রথমে পারস্য থেকে আগত হরমুজান, ও হজরত সা'দের (রাঃ) ক্রীতদাস জুফাইনাকে খুন করেন। হরমুজান ও

জুফাইনকে খুন করে ওবায়দুল্লাহ ফিরোজের বাড়ীতে যান। ফিরোজকে না পেয়ে তার মেয়েকে তিনি খুন করেন। ওমরের (রাঃ) হত্যায় এরা কেউই জড়িত ছিলেন না, তবে তারা ফিরোজের পরিচিত ছিলেন। বিচার বসলো। পৃথিবী আজ এত বড় নৃশংস হত্যার ইসলামী আইনের সুবিচার দেখবে। খলিফার মুখের দিকে চেয়ে আছে মজলুম ওয়ারিশগণ। কোরআন-হাদিস সামনে নিয়ে বসেছেন হজরত আলী (রাঃ) সহ বেশ ক'জন শরীয়া বিশেষজ্ঞ সাহাবী। গণরায় হয়েই গেছে। ফিকাহ্ শাস্ত্রকারগণ একমত যে ওবায়দুল্লাহর নিশ্চিত মৃত্যদন্ড হবে। কারণ, তিন ব্যক্তির একজন হরমুজানা মুসলমান ছিলেন। শরিয়ত অনুযায়ী একজন মুসলমানকে হত্যা করলে হত্যাকারীর শাস্তি মৃত্যুদন্ড। দ্বিতীয়জন একজন সাহাবীর ক্রীতদাস। তৃতীয়জন একজন নারী, যে ওমরের (রাঃ) খুন সম্মন্ধে কিছুই জানেনা। হজরত আলী (রাঃ) অপরাধী ওবায়দুল্লাহর শাস্তি মৃত্যুদন্ড দেয়ার পক্ষে তার অভিমত প্রকাশ করলেন। সাহাবী হজরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) ও তাঁর মত, হজরত ওমরের তৈরী কয়েকজন নামকরা ঘাতক, সন্ত্রাসী দাঁড়িয়ে হজরত আলীর (রাঃ) দেয়া রায়ের প্রতিবাদ করলেন। খলিফা উসমান (রাঃ) কোরআন-হাদিস, শরিয়া আইন ও বিশ্ব-বিবেককে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে, হজরত ওবায়দুল্লাহকে দন্ডমুক্ত করে দিলেন। ওমরের (রাঃ) আত্মীয়স্বজন বেজায় খুশী হলেন, দুঃখিত হলো মদীনাবাসী। মদীনার মুসলিম কবি যিয়াদ ইবনে লবিদ, খলিফা উসমান, ঘাতক ওবায়দুল্লাহ ও শরিয়া আইনের ওপর ব্যঙ্গ করে এক কবিতা রচনা করলেন। লোকে প্রকাশ্যে মদীনার রাস্তায় রাস্তায় সেই কবিতা আবৃত্তি করলো অনেক দিন।

কিছুদিন পরেই মদীনায় খাদ্যাভাব দেখা দিল। ডাকাতি আর লুটের মালের গুদাম শুন্য হতে চলেছে। রাষ্ট্র আর চলেনা। সব চেয়ে বেশী বিপদের সম্মুখীন হলো মদীনাবাসী। তারা পেশায় ছিল কৃষিজীবি। লুটের ব্যবসায় অভ্যস্থ ছিলনা তাই তারা যুদ্ধে অংশ গ্রহন করতোনা। গণিমতের মাল (নারী ও সম্পদ) তাদের ভাগ্যে জুটতোনা। পক্ষান্তরে মক্কার কোরায়েশগণের জীবিকা ছিল মেষ-ছাগল চড়ানো ও কা'বা ঘরের সেবা-যত্ন করা। আজ কোরায়েশগণ ইরান, ইরাক, সিরিয়া, মিশর সহ সারা আরব-বিশ্বের প্রায় প্রতিটি এলাকায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারী পদে অধিষ্ঠিত। মেষ পালক, পুরোহিত থেকে রাষ্ট্রনায়ক। প্রায় সপ্নের মতই বদলে গেল আরবের মানচিত্র। দখলকৃত দেশে দেশে কোরায়েশ শাসকগণ অগণিত ক্রীতদাসীভোগ, অবাধ সম্পদের প্রাচুর্যে বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্থ হয়ে উঠলো।

মদীনা থেকে উসমানের (রাঃ) কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত ট্যাক্স পাঠাতে চিটি লিখলেন দখলকৃত রাজ্যের গভর্ণরদের কাছে। কিছুকিছু এলাকার অমুসলিম সরকারগণ ট্যাক্স পাঠানো তো দূরের কথা, তারা ইসলামী শাসন অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষনা করলো। স্বয়ং মুসলিম সরকার মিসরের গভর্নর হজরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) উসমানের (রাঃ) চিটির উত্তরে লিখলেন- 'উষ্ট্রী এর বেশী দুধ দিতে অপারগ।' ইনিই সাহাবী হজরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) যিনি ওমরের (রাঃ) খুনি পুত্র ওবায়দুল্লাহকে শাস্তি না দেয়ার জন্য উসমানকে (রাঃ) পরামর্শ দিয়েছিলেন। খলিফা ভীষন রাগান্বিত হলেন। তিনি আমর ইবনুল আ'সকে (রাঃ) পদচ্যুতির আদেশ দিলেন। তাঁর স্থলে পোর্ট সাঈদের সামরীক শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্কে সমগ্র মিশরের গভর্ণর পদে নিযুক্ত করেন। প্রসঙ্গত এখানে আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্ সম্পর্কে একটি

ঘঠনার বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। মক্কা বিজয়ের পর মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর কয়েকজন (আট/দশজন) সঙ্গী-সাথী, সহকর্মী ও এক কালের শুভাকাঙ্খীদের তালিকা তৈরী করলেন। তাদেরকে হত্যা করা হবে। মোহাম্মদের (দঃ) সন্দেহ হলো এরা একদিন তাঁর ধর্মকে মিথ্য প্রমানিত করে ফেলবে। আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ মোহাম্মদের (দঃ) মুখে বলা কোরআন সম্পাদনা করতেন। মোহাম্মদ (দঃ) মাঝে মাঝে একই ঘঠনার পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে ঘঠনায় কিছুকিছু পরিবর্তন করে ফেলতেন। আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ (রাঃ) তখন প্রতিবাদ করতেন এবং মনে মনে এই বলে সন্দেহ করতেন- তাহলে কি ওগুলো জিব্রাইল মারফত আল্লাহ্র পাঠানো স্বগীয় বাণী নয়। আবদুল্লাহ্ বিন সা'দের (রাঃ) কপাল ভাল, হজরত উসমান বিষয়টি টের পেয়েছিলেন। আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ উসমানের (রাঃ) দুধ ভাই (Foster brother) ছিলেন। উসমান মোহাম্মদের কাছে আবদুল্লাহ্ বিন সা'দের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। মোহাম্মদের ওর্ডার পেয়ে ঘাতক শানিত তরবারী হস্তে শিরোপরে দন্ডায়মান ছিল। কিন্তু মোহাম্মদ তাঁর দুই মেয়ের স্বামী জামাতা উসমানের (রাঃ) অনুরুধ উপেক্ষা করে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারলেন না। আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ (রাঃ) প্রান ভিক্ষা পেলেন। এখানে হজরত আমর ইবনুল আ'সের (রাঃ) পরিচিতি জেনে নিলে পরবর্তি ঘঠনা বুঝতে সুবিধা হবে।

হজরত ওমর (রাঃ) যখন ইরাক দখলের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, লোকে বল্লো, আবুবকরের (রাঃ) আমলের সেনাপতি খালিদ বিন অলিদ (রাঃ) ছাড়া ইরাক দখল করা সম্ভব হবেনা। ওমর (রাঃ) বল্লেন, খালিদ বিন অলিদের (রাঃ) চেয়েও বিচক্ষন শক্তিশালী সেনাপতি আমার আছে। তিনি হজরত আমর ইবনুল আ'সের (রাঃ) প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন। আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) শুধু ইরাকই নয়, পশ্চিম সিরিয়া, জেরুজালেমও দখল করে নেন। ওমর (রাঃ) খুশী হয়ে তাঁকে মিশর দখল করার দায়ীত্ব দেন। মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) প্রমান করে দিলেন, যে তিনি খালিদ বিন অলিদের (রাঃ) চেয়েও পরাক্রমশালী যোদ্ধা। আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে তিনি খলিফা ওমরকে (রাঃ) চিটি লিখলেন- *'আমীরুল মোমেনীন, আজ আমি এমন একটি জাতীকে আপনার দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য করিলাম, যারা কোনদিন পরাধীনতা সহ্য করিতে পারেনা। এমন একটি নগরী আপনার পদতলে উপহার দিলাম, যে নগরীতে চার হাজার প্রাসাদ ও চার হাজার হাম্মাম (গোসলখানা) রহিয়াছে। চারশত ভোজনাগার ও প্রমোদালয় আছে যেখানে এসে গ্রীক-রাজপুতগণ পানাহার ও চিত্তরঞ্জন করিত। এ নগরীর এক-প্রান্হে সু-প্রসিদ্ধ সিরাপিয়াম, যার ভিতরে দেবী সিরাপার মন্দির ও আলেকজান্দ্রিয়ার সু-প্রসিদ্ধ পাঠাগার অবস্থিত। অপর প্রান্হে বিখ্যাত সিজারীর মন্দির, যাহা মিশর বিজয়ী খ্যাতনামা জুলিয়াস সিজারের সম্মানে রাণী ক্লিওপেট্রা কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।'*

ওমর (রাঃ) যারপর নাই খুশী হলেন। চৌদ্দমাস যুদ্ধ করে আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) রোম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন হিজরী বিশ সনে। গ্রীকগণ এ পরাজয় মেনে নিতে পারলোনা। তাদের সম্রাট হিরোক্লিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর মেয়ে, আলেকজান্দ্রিয়া পুনুরুদ্ধারের প্রস্তুতি নেন।

পাঁচ বৎসর পর হিজরী পঁচিশ সনের কথা। ইতিমধ্যে উসমান (রাঃ) কর্তৃক আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) মিশরের শাসন কর্তৃত্ব হতে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গেছেন। গ্রীক সম্রাট কনষ্টানটাইন এক বৎসরের মধ্যে শুধু আলেকজান্দ্রিয়া থেকে দখলদার মুসলিমদিগকে বিতাড়িত করেননি, সমগ্র মিশরকেও মুসলিম শাসন মুক্ত করে ফেলেন। বিপদে পড়লেন খলিফা উসমান (রাঃ)। বাধ্য হয়ে আমর ইবনুল আ'সের (রাঃ) স্মরণাপন্ন হলেন এবং মিশর পুনরুদ্ধারের অনুরুধ জানালেন। প্রায় বিনা যুদ্ধেই আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া পুনরায় মুসলমানদের দখলে নিয়ে আসেন। খলিফা উসমান (রাঃ) বাধ্য হয়ে আমর ইবনুল আ'সকে (রাঃ) মিশরের সেনাবাহিনী ও রাজস্ব বিভাগ দিয়ে দেন। মিশরে আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবু সারাহ (রাঃ) ও আমর ইবনুল আ'সের (রাঃ) দ্বৈত শাসন চল্লো। এই দুই সাহাবী একে অপরের চক্ষুশুল ছিলেন। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তারা একে অপরের ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী নির্দেশ জারী করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটির তদন্ত দায়ীত্ব নিলেন স্বয়ং খলিফা উসমান (রাঃ)। আবদুল্লাহ্ বিন সা'দের অভিযোগ- আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) গ্রীকদের সাথে যুদ্ধকালে আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে, সাধারন মানুষের বাড়ী-ঘর লুন্ঠন করে প্রচুর মালামাল আত্মসাৎ করেছেন। অনেক গ্রীক নারীকে তাঁর ব্যক্তিগত দাসীরূপে রখে দিয়েছেন এবং জনগনের কাছ থেকে জোরপুর্বক মাত্রাতিরিক্ত কর আদায় করছেন। পক্ষান্তরে আমর ইবনুল আ'সের (রাঃ) অভিযোগ- আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ (রাঃ) ঔদ্ধত্যপূর্ণ, রুক্ষ চরিত্রের মানুষ। ইনি নবীজীর অভিশপ্ত লোক এবং কোরআন আল্লাহ্র বাণী বলে বিশ্বাস করেন না। আবদুল্লাহ্ বিন সা'দের ওপর আনীত শেষোক্ত অভিযোগ সম্মন্ধে সম্ভবত উসমানের (রাঃ) চেয়ে বেশী কেউ জানতেন না। তিনি তাঁর দুধ ভাইকে তিনদিন নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখে মোহাম্মদের (দঃ) কতলাদেশ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। উসমান (রাঃ) বিচারে আমর ইবনুল আ'সকে (রাঃ) দোষী সাব্যস্ত করেন। তাঁকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে আবার বহিস্কার করে উসমান (রাঃ) যেন সর্পের গুহায় হাত দিলেন। আমর (রাঃ) ইবনুল আ'স খলিফা উসমানের (রাঃ) স্বজন-প্রীতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে সিংহের মত গর্জে উঠলেন। তিনি সোজা মদীনায় চলে এলেন। এবার প্রতিশোধের পালা। আমর (রাঃ) ইবনুল আ'সের নেতৃত্বে খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হলো।

চলবে=